The Jute Ordinance, 1962 ও সংশোধিত **The Jute (Amendment) Ordinance, 1983 (Ordinance no. XVI of 1983)** কে বাতিলপূর্বক নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় পাট আইন, ২০১৪ প্রণয়ন সংক্রান্ত বিবরণী ঃ

প্রস্তাবিত পাট আইন, ২০১৪

যেহেতু, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (Ratification and Confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসীলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারাইয়াছে; এবং

যেহেতু সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রিমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় সংবিধান(সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে ও উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারাইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের অধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আদেশ, কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ, অথবা প্রণীত, কৃত, গৃহীত বা সূচীত বলিয়া বিবেচিত কাজ-কর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন এবং জনগণের আইনানুগ অধিকার ও প্রতিকার জনস্বার্থে বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত আইনগত ভিত্তি প্রদান আবশ্যক; এবং

যেহেতু উক্ত সময়ে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ দ্বারা প্রচলিত আইন সংশোধন করা হইয়াছে বিধায় সংশোধনী অধ্যাদেশসমূহ (Amending Ordinances) প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন এবং জনগণের আইনানুগ অধিকারসমূহ জনস্বার্থে বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত কার্যকর রাখা আবশ্যক; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের অধীন সূচীত কার্যধারাসমূহ বা গৃহীত ব্যবস্থা বা কাজ-কর্ম বর্তমানে অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে জনস্বার্থে উক্ত কার্যধারাসমূহ বা গৃহীত ব্যবস্থা বা কাজ-কর্ম চলমান রাখা আবশ্যক; এবং

যেহেতু উপরি-বর্ণিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশ সমূহের মধ্যে The Jute(Amendment) Ordinance, 1983 (Ordinance no. XVI of 1983) আইনে পরিণত করা(কার্যকর রাখা) সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু দেশের পাটচাষ, পাটের উন্নতজাত আবিষ্কার তথা গবেষণা, আন্তর্জাতিক পাট ইস্যু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেয়া, দেশের পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পাটজাত পণ্যের ব্যবসা বিধিবদ্ধকরণ ও উন্নতিসাধন, পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান, কাঁচ্চা ও পাক্কা পাট প্রেস মালিকগণকে লাইসেন্স প্রদান, পাট ব্যবসা ও শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং পাটের উপর সেস ধার্যের নিমিত্ত যথাবিহীত বিধান করার উদ্দেশ্যে পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা সম্পর্কীয় আইন সংশোধন করা যুক্তিযুক্ত;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**।-(১) এই আইন পাট আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) "পাট" অর্থ পাট গাছের আঁশ, উদ্ভিদ শাস্ত্রে যাহা জেনাস করকরাস *(Genus Corchorus)* নামে পরিচিত বংশজাত উদ্ভিদ। ***Corchorus*** বংশজাত উদ্ভিদ এর অধীনে অনেক প্রজাতি আছে। পাট আঞ্চলিক ভাষায় পাট, কোস্টা, নালিয়া বা অন্য কোন নামেও পরিচিত। আরেকটি পাটের জাত যাহার বৈজ্ঞানিক নাম ***Hibiscus cannabinus*** যাহাকে সাধারণতঃ মেস্তা ও কেনাফ বলা হইয়া থাকে পাটজাত পণ্য প্রস্তুতের পূর্ব পর্যন্ত পাট আঁশ হিসাবে পরিচিত হইবে;

(২) ''**পাটখড়ি**'' অর্থ পাটগাছ হইতে পাটের আঁশ বা তন্তু আহরণের পর পাটগাছের অবশিষ্ট কঠিন অংশকে বুঝাইবে;

(৩) ''**পাটচাষী**'' অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি নিজে বা তাহার পরিবারের সদস্য বা ভাড়া করা মজুর বা অর্ধ-ভাগী বা বর্গাদার দ্বারা যে কোন বৎসরে তাহার দখলীয় জমিতে পাট উৎপাদন করেন তাহাকে বুঝাইবে;

(৪) ''**পাটজাত পণ্য**'' অর্থ সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ পাটের তৈরী হেসিয়ান, সেকিং, রশি, গানিস, টুয়াইন, ইয়ার্ণ-সুতা, মেটিং, সিবিসি, কার্পেট, জিওজুট, ফেল্ট, পাটখড়ি হইতে প্রস্তুতকৃত পণ্য এবং পাট ও পাটগাছ হইতে তৈরী অন্য কোন দ্রব্যকে বুঝাইবে;

(৫) ''**চুক্তি**'' অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পাট বা পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বুঝাইবে;

(৬) ''**ব্যবসায়ী**'' অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি পাট বা পাটজাত পণ্য ক্রয় বা ক্রয়ের মধ্যস্থতা অথবা বিক্রয় অথবা যাচাই বা বাঁধাই অথবা পাট সূতা বা পাটজাত পণ্য তৈরী ও বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করেন তাহাকে বুঝাইবে, কিন্তু কোন চাষী নিজ উৎপাদিত পাট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত হইবে না;

(৭) ''**রপ্তানীকারক**'' অর্থ কোন শিপার বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যাহারা বাংলাদেশ হইতে পাট বা পাটজাত পণ্য রপ্তানী করেন তাহাকে বুঝাইবে;

(৮) ''**পাটকল**'' অর্থ কোন মেশিন বা পর্যায়ক্রমে সুবিন্যস্ত মেশিনসমূহ যাহা দ্বারা যে কোন ধরণের পাটজাত পণ্য যথাঃ হেসিয়ান, সেকিং, রশি, গানিস, টুয়াইন, ইয়ার্ণ-সুতা, মেটিং, সিবিসি, কার্পেট, জিওজুট, ফেল্ট পাটখড়ি হইতে প্রস্তুতকৃত পণ্য এবং পাট হইতে প্রস্তুতকৃত অন্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহাকে বুঝাইবে;

(৯) ''**কাঁচ্চা প্রেস**'' অর্থ কায়িক শ্রমে বা শক্তিতে বা অন্য কোন কৌশলে চালিত পেষণ যন্ত্র যাহা দ্বারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের নিমিত্ত কাঁচা বেল নামে পরিচিত সাধারণতঃ ১৫০(একশত পঞ্চাশ) কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজনের বেল বাঁধাই করা হয় তাহাকে বুঝাইবে;

(১০) ''**লাইসেন্সিং**'' অর্থ এই আইনের আওতায় লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়নকে বুঝাইবে;

(১১) ''**প্রজ্ঞাপিত আদেশ**'' অর্থ এ আইনের অধীনে সরকারী কোন গেজেটে প্রকাশিত কোন আদেশকে বুঝাইবে;

(১২) ''**প্রেস মালিক**'' অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি কোন পাট প্রেসের মালিক এবং কোন পাট প্রেসের বিষয়াদির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি তাহাকে বুঝাইবে, কিন্তু কোন ব্যক্তি যাহাকে কোন প্রেস ভাড়ায় বা ইজারা দেওয়া হইয়াছে তিনি অন্তর্ভূক্ত হইবেন না;

(১৩) ''**নির্দিষ্টকৃত**'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বুঝাইবে;

(১৪) ''**পাক্কা প্রেস**'' অর্থ শক্তিচালিত কোন পেষণ যন্ত্র যাহা দ্বারা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ প্রতিটি ২.২৫ কিলোগ্রামের বাঁধাই রশিসহ ১৮২.২৫ কিলোগ্রাম একই মানের পাটের ওজনের বেল বাঁধাই করা হয় এবং সেমি-পাকা প্রেস নামে পেষণ যন্ত্রও ইহার অন্তর্ভূক্ত বুঝাইবে।

(১৫) ''**নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ**'' বলিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বুঝাইবে;

(১৬) ''**সেস**'' অর্থ পাট ও পাটজাত পণ্যের উপর ধার্যকৃত করকে বুঝাইবে;

(১৭) ''**এজেন্ট**'' অর্থ পাট ও পাটজাত পণ্য ক্রয়, মজুদ, বিক্রয় করিবার জন্য সরকার বা পাট ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(১৮) ''**ব্রোকার**'' অর্থ পাট ও পাটজাত পণ্য ক্রয়, মজুদ, বিক্রয় করিবার জন্য সরকার বা পাট ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(১৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিকে বুঝাইবে;

(২০) 'সরকার' বলিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

৩। পাট ও পাটজাতপণ্য উৎপাদন ও প্রসার, গবেষণা ও উদ্বুদ্ধকরণে সরকারের ক্ষমতা।–সরকার–

(১) পাট চাষের উন্নয়ন, প্রসার ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে;

(২) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রাখিয়া পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন এবং পাট চাষের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পরিবে;

(৩) বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণা, উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে;

(৪) পাট সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবস্হাপনা কার্যক্রম জোরদার বা আধুনিকীকরণ করিতে পারিবে।

৪। পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে সরকারের ক্ষমতা।–সরকার –

(১) পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

(২) পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(৩) দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পাট ও পাটজাত পণ্য পরিবহন ও জাহাজীকরণ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করিতে পারিবে;

(৪) ব্যবসায়ী এবং কাঁচা ও পাকা প্রেস মালিকগণকে লাইসেন্স মঞ্জুর ও নবায়ন এবং প্রয়োজনে এইরূপ লাইসেন্স স্হগিত বা বাতিল করিতে পারিবে;

(৫) পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রচার করিতে পারিবে;

(৬) যুক্তিযুক্ত মনে করিলে এইরূপ কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অধিগ্রহণ বা পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৭) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সময় সময় বিধান করিতে পারিবে-

(ক) পাট ও পাটজাত পণ্যের গুণগতমান ও শ্রেণী বিন্যাস;

(খ) মূল্য স্থিতিকরণ, জরুরী মজুদ কার্যক্রম অথবা রাষ্ট্রীয়ভাবে পাটের ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) মূল্য স্থিতিকরণ বা সহায়ক কর্মসূচি, জরুরী মজুদ কার্যক্রম অথবা রাষ্ট্রীয়ভাবে পাটের ব্যবসা কর্মসূচী হইতে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে উদ্ভূত কোন দাবীর নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

৫। লাইসেন্স প্রদান।–(১) এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর কোন ব্যক্তি এই আইনের আওতায় লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে যে কোন প্রকারে বা আকারে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন পাটচাষী কর্তৃক তাহার নিজ উৎপাদিত পাট বিক্রয় করিবার ক্ষেত্রে কোন লাইসেন্স গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(২) যেইভাবে নির্দিষ্টকরণ করা হইবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী এবং কাঁচা ও পাকা প্রেস মালিকগণকে সেই সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সে যেইভাবে উল্লেখিত থাকিবে ব্যবসার ধরণ সেইরূপ বা সেইরূপ এলাকার জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৪) যেইভাবে বিধান করা হইবে এই আইনের অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স সেইরূপ শর্তাধীন থাকিবে।

(৫) এই আইনের অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স ব্যক্তিগত এবং হস্তান্তর অযোগ্য হইবে।

(৬) এই আইনের অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স-এর মেয়াদ সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসরের শেষাবধি বলবৎ থাকিবে এবং যেইভাবে বিধান করা হইবে সেই সময়ের মধ্যে বৎসর ভিত্তিক নবায়ন করিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক লাইসেন্স মঞ্জুরী বা নবায়নের জন্য নির্ধারিত ফি সরকারের বরাবরে জমা দিতে হইবে।

(৮) এই ধারায় মঞ্জুরীকৃত বা নবায়নকৃত লাইসেন্স যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কারণে স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে-

(ক) এই আইন বা ইহার আওতাধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান ভঙ্গের কারণে; অথবা

(খ) যেই শর্তাধীনে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করেন; অথবা

(গ) যেই ব্যবসার জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে, লাইসেন্সধারী যদি সেই ব্যবসা পরিচালনা বন্ধ করিয়া দেন অথবা ব্যবসায় তাহার স্বার্থ বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করেন; অথবা

(ঘ) অভ্যন্তরীণ ব্যবসা, রপ্তানী বা বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন আইন ভঙ্গ বা পালন করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(ঙ) প্রতারণার মাধ্যমে কোন লাইসেন্স গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করার চেষ্টা করেন; অথবা

(চ) নির্ধারিত ফি জমা না দেন; অথবা

(ছ) ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্প সংক্রান্ত এমন কোন কার্য করেন যাহা সরকারের মতে জনস্বার্থের পরিপন্থী; অথবা

(জ) গুণগতমান, মূল্য, চার্জ বা কমিশন সংক্রান্ত এই আইনের অধীনে জারীকৃত কোন আদেশ ভঙ্গ করেন।

(৯) লাইসেন্স সাময়িক বাতিল বা বাতিলের কারণে কোন লোকসান বা ক্ষয়-ক্ষতির জন্য লাইসেন্সধারী কোন ক্ষতিপূরণের অধিকারী হইবে না।

৬। আপীল।-(১) আইনের ধারা-৫ এর কোন আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে এইরূপ আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় দাখিলকৃত আপীল যেইভাবে বিধান করা হইবে সেইভাবে ফিসসহ দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। মূল্য নির্ধারণ।- (১) সরকার, প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, বিভিন্ন শ্রেণীর পাট বা পাটজাত পণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য এবং সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে, যাহার নিম্নে বা উর্ধ্বে বিক্রয় বা ক্রয় করা যাইবে না এবং এইরূপ মূল্য নির্ধারণ সকল এলাকা বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য অথবা নির্দিষ্ট কোন এলাকা বা গোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় নির্ধারিত ন্যূনতম দরের নীচে বা উচ্চতম দরের উপরে কোন দরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পাট বা পাটজাত পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

৮। বেলিং চার্জ ইত্যাদি নির্ধারণ।-সরকার, প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, বেল বাঁধাই বা মজুদ অথবা ব্রোকারের কমিশনের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং বিভিন্ন এলাকা বা শ্রেণীর ব্যবসায়ীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৯। এজেন্ট এবং ব্রোকার।-সরকার, তাহার পক্ষে পাট ক্রয়, মজুদ বা বিক্রয় করিবার জন্য, যেইরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ শর্তে এজেন্ট এবং ব্রোকার নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ এজেন্ট এবং ব্রোকারগণের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১০। **প্রেস, গুদাম ইত্যাদি অধিগ্রহণ**।–(১) সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোন কাঁচা বা পাকা প্রেস, কোন গুদাম বা খোলা অথবা বেড়া দিয়া ঘেরা কোন জায়গা পাট ও পাটজাত পণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত হুকুমদখল (Requisition) এবং উহা ব্যবহার করিতে পারিবে অথবা সরকার কর্তৃক পাট বাঁধাই, বিক্রয় বা মজুদ বা এই আইন বাস্তবায়নের সংগে প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ দিতে পারিবে।

(২) এই ধারার আওতায় যদি এইরূপ কোন প্রেস, গুদাম বা জায়গা হুকুমদখল (Requisition) করা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সম্মতিক্রমে বা তাহাদের পছন্দের সালিশের দ্বারা এবং এমনভাবে সম্মত হইবার অবর্তমানে, ১৯৪০ সালের সালিশি আইনের(১৯৪০ সালের ১০ নং আইন) বিধান মোতাবেক নিযুক্ত সালিশের দ্বারা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা ২ এর আওতায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982(II of 1982) এর ৮ ধারার উপ-ধারা ১ এর বিধান বিবেচনায় নিবে ।

১১। **সেস (Cess) ধার্যকরণ**।–(১) সরকার, প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে, বাংলাদেশে উৎপাদিত সকল বা যে কোন শ্রেণীর পাটের উপর প্রজ্ঞাপনে যেইরূপ নির্ধারিত থাকিবে, সেইরূপ হারে বা বিভিন্ন হারে সেস (Cess) ধার্য ও আদায় করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সেস (Cess) পাট চাষীর উপর ধার্য বা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে না।

(২) আদায় খরচ, যদি থাকে, বাদ দিয়া সংগৃহীত সেস (Cess) অর্থ মূল্য স্থিতিকরণ তহবিল নামে বিশেষ তহবিলে জমা করিতে হইবে এবং কাঁচাপাটের মূল্য স্থিতিশীল রাখিবার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন সহায়ক স্কীম বা জরুরি মজুদ কার্যক্রমের ব্যয় মিটাইতে তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে।

১২। **চুক্তি নিবন্ধীকরণ**।–সরকার, লিখিত বা সাধারণ বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে যেইভাবে নির্দেশিত থাকিবে সেইভাবে সেইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংগে যে কোন চুক্তি বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর চুক্তিপত্র নিবন্ধন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৩। বিক্রয় ইত্যাদি নিষেধ করিবার ক্ষমতা।–সরকার, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে, আদেশে যেইভাবে নির্ধারণ করা থাকিবে সেইরূপে যে কোন পাট বা পাটজাত পণ্য অথবা নির্দেশিত বর্ণনার পাট বা পাটজাত পণ্য পরিবহন, মজুদ, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর না করিবার জন্য কোন রপ্তানীকারক, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা বিশেষ শ্রেণীর পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানীকারক, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৪। **বিক্রয় ইত্যাদির নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা**।–(১) সরকার, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে, পাট বা পাটজাত পণ্যের মজুতদারী প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা বিশেষ শ্রেণীর প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীকে যেইভাবে আদেশে নির্দেশিত থাকিবে সরকার উহার মজুদের সম্পূর্ণ বা নির্ধারিত অংশ সেইরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট বিক্রয়ের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) সরকার, উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কি মূল্যে মজুদ মাল বিক্রয় হইবে উহাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা নিজেদের মধ্যে একটি সম্মত মূল্যে উপনীত হওয়ার সুযোগ থাকিলে এবং সেইক্ষেত্রে তাহারা ব্যর্থ না হইলে সরকার এইরূপ মজুদ মূল্য নির্ধারণ করিবে না।

(৩) সরকার, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশে, কোন প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা বিশেষ শ্রেণীর প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীকে আদেশে নির্দেশিত সময়ের মধ্যে সেই এলাকা বা এলাকাসমূহ হইতে পাট ক্রয় এবং সেইরূপ ন্যূনতম পরিমাণের মজুদ রাখিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৫। **পাটখড়ি হইতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা**।–সরকার, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে পাটখড়ি হইতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যে কোন বা বিশেষ শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় সম্পর্কে আদেশে যেইভাবে নির্দেশিত থাকিবে, সেইভাবে পণ্যের তথ্য সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

১৬। **উন্নয়ন তহবিল গঠন**।-(১) সরকার, প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে রপ্তানীতব্য পাট ও পাটজাত পণ্যের সকল বা যে কোন শ্রেণীর পাটজাত পণ্যের উপর প্রজ্ঞাপনে যেইভাবে নির্ধারিত থাকিবে সেইহারে বা বিভিন্ন হারে উন্নয়ন ফি ধার্য ও আদায় করিতে পরিবে।

(২) আদায় খরচ, যদি থাকে, বাদ দিয়া সংগৃহীত অর্থ উন্নয়ন তহবিল নামে বিশেষ তহবিলে জমা করিতে হইবে এবং পাট পাটজাতপণ্যের উৎপাদন, গবেষণা, বাজার সম্প্রসারণ ও বাজার অনুসন্ধান করিবার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক পরিচালিত কো কার্যক্রমের ব্যয় মিটাইতে ব্যবহার করিতে পারিবে।

১৭। **তথ্যাদি তলবের ক্ষমতা**।–(১) সরকার, যে কোন সময়, প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে, আদেশে যেইভাবে নির্দেশিত থাকিবে সেইরূপ ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের পাট বা পাটজাত পণ্য উৎপাদন, মজুদ, বিক্রয়, ক্রয় বা ব্রোকারী সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ এবং সেইরূপ বিবরণ সম্বলিত রিটার্ন বা তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার অথবা সরকার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্যে, কোন তথ্য, খাতাপত্র বা দলিল সংগ্রহ, পরিদর্শন বা পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিলে লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশে যেইভাবে নির্ধারণ করা হইবে, সেইভাবে সরকার বা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ বা দাখিল করিবার জন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) সরকার, যে কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশে যেইভাবে নির্ধারণ করা হইবে, সেইভাবে যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে পাট ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কোন চুক্তিপত্র পালনের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) সরকার, যে কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা, সরকারের কোন কর্মকর্তাকে যে কোন আংগিনায়, যেইখানে পাট ক্রয়, বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য মজুদ বা বেল বাঁধাইয়ের কাজ চলিতেছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিবে, প্রবেশ ও পরিদর্শন এবং তদ্‌সংক্রান্ত যে কোন দলিল তলব এবং উপ-ধারা (১) (২) ও (৩) এর আওতায় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। **হিসাবের বহি, মজুদ ইত্যাদি আটক করিবার ক্ষমতা**।–এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করা হইয়াছে, তাহা হইলে-

(১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বসম্মতি ব্যতিত যেই লংঘন কার্য সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে তাহার সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স, ভাউচার, হিসাবের খাতাপত্র, পাট বা পাটজাত পণ্যের মজুদ, ওজন, স্কেল, বাটখারা এবং তদ্‌সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি আটক করিতে পারিবে; এবং

(২) এইরূপ লঙ্ঘিত কার্যের সংগে জড়িত বলিয়া যুক্তিযুক্তভাবে সন্দেহজনক যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহার মজুদ পাট বা পাটজাত পণ্য বা উহার অংশবিশেষ ওজন করিবার আবশ্যক বোধ করিলে এবং যদি এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যেইভাবে নির্ধারিত হইবে সেইরূপ স্থানে বা স্থানসমূহে স্থানান্তর করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৯। **পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রাকজাহাজীকরণ পর্যায়ে মানপরিদর্শন ও পরীক্ষণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা**।–সরকার, লিখিত বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে পাটজাত পণ্যের বা বিশেষ শ্রেণীর পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও প্রাক-জাহাজীকরণ পর্যায়ে মান পরিদর্শন ও পরীক্ষণের জন্য আদেশে যেইভাবে নির্ধারিত থাকিবে সেইভাবে নির্দেশ দিতে পারিবে।

২০। **চুক্তি পালন নিশ্চিত করিবার ক্ষমতা**।–যে কোন চুক্তির খেলাপ সংঘটিত হইলে তাহা পালন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার যুক্তিযুক্ত মনে করিলে, খেলাপকারীর যে কোন পাট বা পাটজাত পণ্য চুক্তির অনুকূলে উপযোজন করিতে পারিবে অথবা অন্য কোথাও পাট বা পাটজাত পণ্য কিনিয়া একইভাবে উপযোজন করিতে পারিবে এবং ইহার যে কোন ক্ষেত্রে বা উভয় ক্ষেত্রে খেলাপীর কারণে সরকার কোন লোকসানের সম্মুখীন হইলে চুক্তি ভঙ্গকারীকে উহার দায় বহন করিতে হইবে, কিন্তু ক্রয়ের উপর মুনাফা হইলে খেলাপকারী উহা প্রাপ্য হইবে না।

২১। **ক্ষমতা অর্পণ**।–সরকার, প্রজ্ঞাপিত আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারিবে যে, এই আইনের দ্বারা বা অধীনে সরকারের উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা, আদেশে যেইভাবে নির্দিষ্ট করা থাকিবে, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে এবং শর্তাদি সাপেক্ষে, কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা কর্তৃকও প্রয়োগ হইবে।

২২। **দন্ডসমূহ**।–(১) কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের বা কোন বিধির বিধান, তদ্‌ধীন জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন বা পালন করিতে ব্যর্থ হইবেন তাহাকে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারকারী বা আদালত সন্তুষ্ট হইলে অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়ার সংগে সংশ্লিষ্ট পাট বা পাটজাত পণ্যের সম্পুর্ণ বা অংশবিশেষ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে উপধারা (১) এ উল্লেখিত ব্যক্তি কোন কোম্পানী বা বিধিবদ্ধ সংস্থা, তাহার প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্যান্য কর্মকর্তা বা উহার প্রত্যেক প্রতিনিধি বা কর্মচারী এবং কোন অসীমিত কোম্পানী বা গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত কোম্পানী বা কোন ব্যক্তি মালিকানা বা অংশীদারী ফার্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য, মালিক বা অংশীদার, যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, এই আইনের বিধান তিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া দন্ডনীয় হইবেন যদি তিনি প্রমাণ করিতে না পারেন, যে লঙ্ঘন কার্যটি তাহার অগোচরে সঙ্ঘটিত হইয়াছে অথবা অপরাধ সংগঠন প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি যথাযথ সচেষ্ট ছিলেন।

২৩। মিথ্যা বিবৃতি।- যদি কোন ব্যক্তি-

(১) এই আইনের অধীন কোন আদেশে কোন বিবরণ তৈরী বা তথ্য সরবরাহ করিতে নির্দেশিত হইয়া, এমন কোন বিবরণ তৈরী করেন বা কোন তথ্য সরবরাহ করেন, যাহার বিষয়াদি মিথ্যা এবং যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ আছে অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না; অথবা

(২) অনুরূপ কোন আদেশ দ্বারা কোন বহি, হিসাব, রেকর্ড, ঘোষণা, রিটার্ণ বা অন্যান্য দলিল রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহ করিতে নির্দেশিত হইয়া পূর্বোক্তের মতো এইরূপ বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়া প্রস্তুত করেন; অথবা

(৩) দুই সেট বহি, হিসাব বা অন্য কোন রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করেন, যার লিখন একইরূপ নয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্বোচ্চ তিন বৎসরের কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

২৪। দায়মুক্তি।-এই আইন অথবা ইহার আওতাধীন কোন ধারার আওতায় সরল বিশ্বাসে কোন কার্যক্রম করিলে বা করিবার অভিপ্রায় গ্রহণ করিলে সরকার বা সরকারের পক্ষে কোন কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষের বিরূদ্ধে কোন মামলা, সোপর্দকরণ অথবা কোন আইনী কার্যক্রম চলিবে না।

২৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-(১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বে উল্লেখিত ক্ষমতা সাধারণের কোন ক্ষতি ব্যতিরেকে, এইরূপ বিধিতে ধারা-৫ এর আওতায় লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়নের জন্য দরখাস্ত ফরম এবং ফি-এর পরিমাণ কর্তৃপক্ষ যিনি এইরূপ লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়ন করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, লাইসেন্স ফরম ও শর্তাদি যাহা সাপেক্ষে, তাহা প্রদান করা হইবে, কর্তৃপক্ষ ধারা-৬ এর আওতায় যাহার নিকট কোন আপীল দাখিল করিতে হইবে, এইরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল উপস্থাপন করিবার পদ্ধতি ও এইরূপ আপীলে প্রদত্ত ফিসের পরিমাণ এবং ধারা-৯ এর আওতায় নিয়োগকৃত এজেন্টের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) এই আইনের কোন ধারার যতদূর সম্ভব পরিপন্থী বা অসংগতি ব্যতীত The Jute Ordinance, 1962(Ordinance no-LXXİV) সর্বশেষ সংশোধনীসহ এর আওতায় প্রণীত Jute(Licensing and Enforcement) Rules, 1964 সর্বশেষ সংশোধনীসহ এই আইনের আওতায় প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে কার্যকরী হইবে।

২৬। নিষ্কৃতি প্রদানের ক্ষমতা।-সরকার, লিখিত আদেশের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অথবা যে কোন প্রকার বা প্রকারসমূহের পাট ও পাটজাত পণ্য, ইহাতে যেইভাবে নির্ধারণ করা হইবে সেই মাত্রায় এবং শর্তাদি সাপেক্ষে, এই আইনের সকল ধারা বা যে কোন ধারা অথবা প্রণীত কোন বিধি বা আদেশের কার্যকারিতা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিবে।

২৭। অপরাধের আমল অযোগ্যতা (Non-Cognizable)।-(১) সরকারের পক্ষে কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক এইরূপ অপরাধ সঙ্ঘটনের ঘটনাসম্বলিত লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ আমলে নিবে না।

(২) সরকারের পক্ষে কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর আওতায় কোন অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করিবার পরিবর্তে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে জরিমানা ধার্য্য ও অপরাধ আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

২৮। জরিমানা সম্পর্কে বিধান।-The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর ৩২ ধারায় যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন, সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই আইনের আওতায় দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে মূল শাস্তি দন্ডের পাশাপাশি সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার অর্থ দন্ড আরোপ করাও আইনসংগত হইবে।

২৯। **আদেশ সম্পর্কে ধারণা**।–এই আইনের আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আদেশ প্রণয়ন ও স্বাক্ষরিত হইলে The Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর বিধান অনুসারে কোন আদালত ধরিয়া নিবেন যে এইরূপ আদেশ উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে।

৩০। **অসুবিধা দূরীকরণ**।–এই আইন ব্যতীত অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রণীত বলবৎ কোন দলিল বা কোন আইনের বিধানের সংগে অসংগতিপূর্ণ কোন কিছু সন্নিবেশিত থাকা সত্ত্বেও এই আইনের আওতায় প্রণীত যে কোন আদেশ কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) The Jute (Amendment) Ordinance, 1983 (Ordinance no. XVI of 1983) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকরণ এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

৩২। **ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ**।–(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

--০--